অনুমান প্রমাণ সম্পর্কিত চার্বাকদের যুক্তি

চার্বাক ব্যাতীত আর সকল ভারতীয় দার্শনিকগণই অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করে নিয়েছেন। অনুমান হল জ্ঞাত সত্য থেকে অজ্ঞাত সত্যে উপনীত হওয়ার প্রণালী। অনুমান প্রমাণ্যবাদীদের মতে, প্রত্যক্ষগোচর কোন এক বস্তুর জ্ঞানের মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষগোচর বস্তুর জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়াকে অনুমান বলে, আর জ্ঞানকে অনুমিতি বলে। তবে এটি তখন সম্ভব হয় যখন প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ দুটি বিষয়ের মধ্যে ব্যাপ্তি সম্পর্ক থাকে। নৈয়ায়িকদের মতে, প্রথমে পক্ষধর্মতাজ্ঞান, তারপর ব্যাপ্তির স্মৃতি, তারপর পরামর্শ (ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান) এবং সর্বশেষে অনুমিতি উৎপন্ন হয়।

যেমন পর্বতে ধূম দেখে বহ্নির জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথমে পর্বতে ধূম দর্শন, পরে ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি সম্পর্কের স্মৃতি, তারপরে বহ্নিব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূম পর্বতে আছে(পরামর্শজ্ঞান) এরূপজ্ঞান এবং সর্বশেষে পর্বতে বহ্নির অনুমিতি হবে। এজন্যই নৈয়ায়িকগণ বলেন, 'পরামর্শজন্যংজ্ঞানং অনুমিতি' অর্থাৎ পরামর্শ থেকে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে অনুমিতি বলে। অনুমিতি পরামর্শের ওপর নির্ভরশীল, পরামর্শ আবার পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। তাই অনুমিতির ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুমিতি লাভের প্রণালীকে অনুমান বলে।

কিন্তু চার্বাকগণ অনুমানের প্রমাণ্য স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, 'অনুমানম্ অপ্রমাণম্ ব্যভিচারাৎ' অর্থাৎ অনুমান প্রমাণ নয়, যেহেতু ব্যভিচার ঘটে। এই অনুমানের প্রামাণ্য খণ্ডনে চার্বাকদের যুক্তিগুলি নিম্নরূপ -

১) চার্বাকমতে, অনুমান প্রামাণ্যবাদীগণ পর্বতে ধূম দেখে বহ্নির অনুমান করেন ব্যাপ্তি সম্পর্কের ভিত্তিতে। কিন্তু ধূমের সহিত বহ্নির ব্যাপ্তি সম্পর্ক তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যদি তাদের মধ্যে নিয়ত ও অব্যভিচারী সম্বন্ধ থাকে। এটি তখনই সম্ভব যদি সর্বত্র ও সর্বকালে বহ্নির সহিত ধূমের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করা যায়। চার্বাকগণ বলেন, ব্যাপ্তিজ্ঞান কখনো সন্দেহাতীত হতে পারে না, কেননা সুদূর অতীতে যে এই সম্বন্ধ ছিল ভবিষ্যতেও যে এই সম্বন্ধ থাকবে তা আমরা প্রত্যক্ষজ্ঞানের অভাবে নিশ্চিত করতে পারি না। তাই ব্যাপ্তিজ্ঞান নির্ভরযোগ্য নয় বলে ব্যাপ্তি নির্ভরযোগ্য নয় বলে ব্যাপ্তি নির্ভর অনুমান গ্রহণযোগ্য প্রমাণ হতে পারে না।

২) আবার ব্যাপ্তি সম্বন্ধকে হতে হবে অনৌপাধিক বা শর্তনিরপেক্ষ। না হলে ব্যভিচার দেখা দেবে। তাই চার্বাকগণ বলেন, ‘অনুমানম্ অপ্রমাণম্ ব্যভিচারাৎ’। কিন্তু এই ব্যাপ্তি সম্বন্ধ যে শর্তহীন তা বলা চলে না। প্রত্যক্ষজ্ঞানের অভাবে প্রকৃতির একরূপতা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। অর্থাৎ অতীতে ধূম ও বহ্নির সম্পর্ক শর্তহীন ছিল বলে ভবিষ্যতেও থাকবে, এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। বরং বলা যায়, যা কিছু ঘটে তা যদৃচ্ছাক্রমেই ঘটে। তাই শর্তহীন ব্যাপ্তি সম্বন্ধের অভাবে ব্যাপ্তি নির্ভর অনুমান কখনো প্রমাণ হতে পারে না।

৩) অনুমান প্রামাণ্যবাদী নৈয়ায়িকগণ সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে ব্যাপ্য ও ব্যাপকের সামান্য ধর্মের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা যায় বলে দাবী করেন। কিন্তু চার্বাকগণ তা স্বীকার করেন না। কারণ, তাঁদের মতে, সামান্যধর্ম প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। চার্বাকগণের মতে, জগতে কোন দুটি বস্তুই সমান নয়; প্রত্যেক বস্তুই বিশিষ্ট। তাই তাঁরা সামান্যের সত্তা স্বীকার করেন না।

৪) তাছাড়া বস্তুই কেবল প্রত্যক্ষের বিষয়, কোন সম্বন্ধ প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। সম্বন্ধের সহিত কোন ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ সম্ভব নয়। ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি সম্বন্ধের ক্ষেত্রে ধূম ও বহ্নি প্রত্যক্ষযোগ্য হলে ও তাদের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করা যায় না। এইজন্য দুটি বস্তুর মধ্যে (হেতু ও সাধ্যের মধ্যে) ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে তা বলা যায় না।

৫) ব্যাপ্তিজ্ঞান কোন অনুমানের দ্বারা লাভ করা যায় না। কেননা প্রথমতঃ অনুমানের প্রামাণ্য এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ অনুমানের দ্বারা যদি ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তবে সেই অনুমানকে আবার ব্যাপ্তি নির্ভর হতে হবে। ফলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ দেখা দেবে। তৃতীয়তঃ অনুমানের দ্বারা ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করলে, সেই ব্যাপ্তিকে আবার অপর এক অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হতে হবে, সেই অনুমানকে আবার অপর একটি ব্যাপ্তি নির্ভর হতে হবে। পরিণামে অনবস্থা দোষ দেখা দেবে।

৬) চার্বাকমতে, ধূম কার্য, বহ্নি তার কারণ - এইভাবে কার্য-কারণ সম্পর্কের দ্বারাও ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কারণ পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে, তা যদৃচ্ছভাবে বা আকস্মিকভাবে ঘটে। তাছাড়া কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। তাই এই সম্বন্ধের দ্বারাও ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

৭) চার্বাকমতে, ব্যাপ্তি সম্বন্ধকে শব্দ প্রমাণ বা আপ্ত ব্যক্তির বাক্য দ্বারাও প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কারণ, আপ্তব্যক্তি বিশ্বাসযোগ্য কিনা তাই অনুমানলব্ধ। যে অনুমান এখনও প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

৮) সংজ্ঞা(নাম) সংজ্ঞী (নামের দ্বারা বোধিত বস্তু) সম্বন্ধ জ্ঞানকে উপমিতি বলে। এখন উপমানের দ্বারা এর অতিরিক্ত কোন ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান আমাদের হয় না।

৯) ব্যাপ্তি সম্বন্ধ কোন তর্কের দ্বারাও প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কারণ চার্বাকদের মতে তর্কের গতি-প্রকৃতি সর্বদা অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের দিকে।

১০) চার্বাকমতে যেহেতু ব্যাপ্তি সম্বন্ধ ব্যাতীত কোন অনুমান স্থাপন করা সম্ভব নয়, আবার ব্যাপ্তিজ্ঞানও নির্ভরযোগ্য নয়, সেহেতু অনুমানলব্ধ জ্ঞান সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত নয়। এজন্যই ব্যবহারিক জীবনে দেখা যায় অনুমানলব্ধ জ্ঞান কখনো সত্য হয়, আবার কখনো মিথ্যা হয়। তাই তা গ্রহণযোগ্য নয়।

১১) অনেকে সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষের সাহায্যে ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। অর্থাৎ ধূমত্ব ও বহ্নিত্ব এই সামান্য ধর্মের দ্বারা ধূম ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান হতে পারে। কিন্তু চার্বাকগণ প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণরূপে স্বীকার করলেও সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না। তাই এই প্রত্যক্ষের দ্বারা ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

১২) অনুমানলব্ধ জ্ঞান প্রত্যক্ষের ন্যায় স্পষ্ট নয় বলে, এই জ্ঞান সম্ভাবনামূলক, নিশ্চিত নয়। এর যথার্থতা সম্বন্ধে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়।

১৩) প্রত্যক্ষজ্ঞান সরাসরি বস্তু হতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু অনুমানলব্ধ জ্ঞান সাক্ষাৎভাবে বস্তু হতে জাত নয়। তাছাড়া ইহা অন্য জ্ঞান (ব্যাপ্তিজ্ঞান, পরামর্শজ্ঞান) নির্ভর। তাই অনুমান কখনোই যথার্থ প্রমাণরূপে গৃহীত হতে পারে না।

সমালোচনা ঃ প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ নয় - চার্বাকদের এই সিদ্ধান্ত নানা কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতীয় দর্শনে চার্বাক ব্যতিরেকে আর সকল দার্শনিক সম্প্রদায় অনুমানের প্রামাণ্য একবাক্যে স্বীকার করেন। তাঁদের মতে, প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ বললে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। চার্বাকদের অনুমান প্রমাণ খণ্ডন সম্পর্কিত যুক্তিগুলি নিম্নলিখিত কারণে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যুক্তিগুলি এরূপ -

১) অনুমানলব্ধ জ্ঞান কখনো সত্য হয়, আবার কখনো মিথ্যা হয় বলে অনুমান যদি প্রমাণ না হয়, তাহলে প্রত্যক্ষ প্রমাণও মাঝে মাঝে ভ্রান্ত জ্ঞান দান করে, তাই তাও প্রমাণ হতে পারে না।

২) কতিপয়ক্ষেত্রে অনুমানলব্ধ জ্ঞান ভ্রান্ত হয় বলে, সকল ক্ষেত্রে তা ভ্রান্ত, চার্বাকগণ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন অনুমানের দ্বারা। তাই অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার্য।

৩) চার্বাকরা পরলোক, আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। এটা তাঁরা করেছেন অনুমানের সাহায্যে। কারণ ঈশ্বরাদির প্রত্যক্ষ হয় না। তাই তাঁদের অস্তিত্ব স্বীকার্য নয়। তাই প্রকারান্তরে তাঁরা অনুমানের প্রামাণ্যই স্বীকার করেছেন।

৪) অনুমান প্রমাণ প্রত্যক্ষ নির্ভর হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দোষ অনুমানের দ্বারা প্রত্যক্ষের ভ্রান্তি দূর করা যায়। যেমন অতি দূরত্ব বশতঃ গ্রহ, নক্ষত্রাদি ক্ষুদ্র বলে মনে হয়, কিন্তু তা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ এবং এই ভ্রান্তি দূর করা হয় অনুমানের দ্বারা।

৫) অনুমানকে প্রমাণরূপে স্বীকার না করলে ধূম দেখে অগ্নি লাভের যে প্রবৃত্তি, তার ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না।

৬) অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার না করলে ব্যবহারিক জীবন প্রায় অচল হয়ে পড়বে। কারণ আমাদের ব্যবহারিক জীবন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অনুমান নির্ভর। ভালো ফলের অনুমান করে ভালোভাবে পড়াশোনা করে ভালোভাবে পরীক্ষা দেওয়া হয়। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণের ওপর নির্ভর করে দৈনন্দিন জীবন নির্বাহ করা সম্ভব নয়।

৭) বিজ্ঞানের যাবতীয় আবিষ্কার সবই অনুমান নির্ভর। বিজ্ঞানের অগ্রগতিই বন্ধ হয়ে যাবে যদি অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করা না হয়।

৮) অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার না করলে আমাদের মৃত পূর্বপুরুষদের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাবে না। কারণ তাঁরা প্রত্যক্ষলব্ধ নয়। তাছাড়া যে স্ত্রীর স্বামী বিদেশে থাকেন তাকে বৈধব্য পালন করতে হবে, যদি তিনি না অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন।

এই সকল কারণে বোধ হয় পরবর্তীকালে সুশিক্ষিত চার্বাকগণ ব্যবহারিক জীবনে অনুমানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে, অনুমানলব্ধ সম্ভাব্য জ্ঞানই ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে যথেষ্ট। তবে অতীন্দ্রিয় বিষয়ে অনুমান যে সম্ভব নয়, এ ব্যাপারে সকল চার্বাকই সহমত পোষণ করেন।

তবে চার্বাকদের অনুমানের প্রামাণ্য খন্ডন সম্পর্কিত যুক্তিগুলির যতই সমালোচনা করা হোক না কেন চার্বাক জ্ঞানতত্ত্বের এই নেতিবাচক দিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কোন অনুমান প্রামাণ্যবাদী চার্বাকদের এই যুক্তি খন্ডন না করে তাঁদের যুক্তি স্থাপন করতে পারেন না।